বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়বিষয়ক সংসদীয় কমিটির ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত



ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১০ অক্টোবর) জাতীয় সংসদ ভবনে কমিটির সভাপতি মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপুর সভাপতিত্বে বৈঠকটি হয়।

বৈঠকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ, প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিতসহ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত এবং মন্ত্রণালয় ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয়পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও বাজেট বরাদ্দ পর্যালোচনা করা হয়। জানানো হয়, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বিদ্যুৎ বিভাগের ৪১টি চলমান প্রকল্প রয়েছে। এসব প্রকল্পে প্রকল্প সাহায্য ১০ হাজার ৬৫৩ কোটি টাকা, সরকারি অর্থায়ন (জিওবি) ৪ হাজার ৭১ কোটি ৩৯ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩ হাজার ৩৮১ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

বৈঠকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের তথ্যও তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, দেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১২ হাজার ২২ মেগাওয়াট, বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন ৪ থেকে ৫ হাজার মেগাওয়াট। কয়লাভিত্তিক উৎপাদন সক্ষমতা ৬ হাজার ৯২৭ মেগাওয়াট হলেও উৎপাদন হচ্ছে ৫ থেকে ৬ হাজার মেগাওয়াট। আর তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৬ হাজার ৪০৯ মেগাওয়াট, প্রকৃত উৎপাদন ২ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার মেগাওয়াট।

বৈঠকে আরও জানানো হয়, ২০২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনকারী গ্রাহকেরা ২০৩০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটের জন্য ১০ টাকা ৫০ পয়সা পাবেন।

এ ছাড়া ছাদে স্থাপিত সৌর প্যানেল থেকে কত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে, তা পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপনের সুপারিশ করেছে কমিটি। কমিটির সদস্যদের দেওয়া কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও আগামী বৈঠকে উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

বৈঠকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।